কুষ্টিয়ায় এনআইডি জালিয়াতি মামলায় তিন আসামি রিমান্ডে

কুষ্টিয়ার আলোচিত এনআইডি জালিয়াতির ঘটনায় দায়েরকৃত মামলায় তিনজনকে তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুষ্টিয়া সদর আমলী আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের আদালতে রিমান্ড আবেদন করলে আদালত প্রত্যেককে তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

আসামিরা হলেন- এনআইডি জালিয়াতির অন্যতম হোতা মিন্টু খন্দকার ও তার দুই বোন ছানোয়ারা ও জাহানারা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কুষ্টিয়া মডেল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আকিবুল ইসলাম জানান, রিমান্ড মঞ্জুর হওয়া তিন আসামির প্রত্যেককে পাঁচদিন করে রিমান্ড চেয়ে আবেদন করলে আদালত তিনদিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে, মামলার অপর আসামি মহিবুল ও মিলন মেম্বর আদালতে স্বীকারোক্তিমুলক জবানবন্দি দেন।

এদিকে, বুধবার (০৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গ্রেফতার হওয়া এনআইডি জালিয়াতি চক্রের অন্যতম হোতা সদ্য বিলুপ্ত কুষ্টিয়া শহর যুবলীগের আহŸ◌ায়ক আশরাফুজ্জামান সুজনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করা হয়েছে। আগামী রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রিমান্ড শুনানি হতে পারে বলে জানান মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা।

গত ৩ সেপ্টেম্বর কুষ্টিয়া এনএসরোড এলাকার এমএম ওয়াদুদ নামে এক ব্যক্তির বিপুল অংকের টাকার সম্পত্তি এনআইডি জালিয়াতি করে হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়ে পুলিশ প্রতারক চক্রের ১৮ জনসহ প্রতারক চক্রের অজ্ঞাত বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরপূর্বক ছয় আসামিকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় শিশু ধর্ষণের দায়ে একজনের যাবজ্জীবন

দশ বছর বয়সী এক শিশু ধর্ষণের দায়ে কুষ্টিয়ার খোকসা থানায় করা মামলায় ছানার মাঝি নামে একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে কুষ্টিয়ার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) মুন্সী মো. মশিয়ার রহমান আসামির উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ছানার মাঝি কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলার আমবাড়িয়া পূর্বপাড়া এলাকার মৃত আবেদ আলীর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৯ সালের ২০ জুন খোকসার আমবাড়িয়া এলাকায় দশ বছরের এক কন্যা শিশু বাড়ির পাশে ছাগল আনতে যায়। এ সময় প্রতিবেশী ছানার মাঝি তাকে জোর করে পাটক্ষেতে নিয়ে ধর্ষণ করে।

ঘটনার পর দিন শিশুটির বাবা হাবিবুর রহমান বাদী হয়ে খোকসা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯ (১) ধারায় মামলা করেন। মামলাটির তদন্ত শেষে ওই বছরের ৩১ জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে পুলিশ।

কুষ্টিয়া নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি আইনজীবী আব্দুল হালিম জানান, মামলার দীর্ঘশুনানি শেষে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ৯ (১) ধারায় আসামি ছানার মাঝিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। সেই সঙ্গে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন আদালত।

মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত

আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শুরু

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরপুর জেলা পুলিশে কর্মরত আনসার সদস্যদের প্রত্যাবর্তন শুরু হয়েছে। প্রথম পর্বে নিজ ব্যাটেলিয়ানে ফিরে গেলেন ২৭ জন আনসার সদস্য।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন প্রাঙ্গণে মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলি উপস্থিত থেকে ২৭ জন আনসার সদস্যদেরকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বিদায়ী সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

এসময় এস এম মুরাদ আলি জানান, উল্লেখ্য মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন ক্যাম্পে পুলিশের সাথে ১২৭ জন আনসার ব্যাটালিয়ন এর সদস্য কর্মরত ছিলেন। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৭ জন আনসার সদস্যকে নিজ ব্যাটালিয়ানে ফিরে যেতে হচ্ছে। এবং বাকিদের কেও পর্যায়ক্রমে পাঠানো হবে।

এখন থেকে কেবল পুলিশ বিভাগের সদস্যরাই ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন করবেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, হাসিবুল আলম, ডিবির ওসি জুলফিকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বেড়েই চলেছে শিশু শ্রমিক

শিশুরা সুন্দর। শিশুরা নিষ্পাপ। প্রতিটি শিশুই ফুলের মতো ফুটবার এবং সুন্দররূপে বিকশিত হবার দাবি নিয়ে পৃথিবীতে আসে। কিন্তু সম্পদের অসম বণ্টন ও সামাজিক অসংগতির শিকার হচ্ছে অনেক শিশু। সেই সাথে করোনার থাবা। যাদের কচি হাত হয়ে ওঠেছে শ্রমের হাতিয়ার। করোনাকালিন সময়ে দির্ঘদিন স্কুল বন্ধ এবং অঘোষিত লকডাউনের ফলে নি¤œ শ্রেনীর মানুষের আয়ের উৎসও কমে গিয়েছে।

চলেছে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক তৎপরতাও তেমন একটা দেখা যায় না।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ঝাউবাড়িয়া গ্রামের খাইরুল ইসলামের ছেলে শিশু শ্রমিক পাপ্পু (১৩) জানান, কয়েক মাস আগে আমার আব্বুর প্যারালাইসিস হয়। সংসারে অভাবের কারণে আমার পড়ালেখার চালাতে পারেনা। তাই আমি দোকানে কাজ করে আমার পরিবারকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করি।

মেহেরপুর বড় বাজারের বীণা স্টোরের মালিক শহিদুল ইসলাম এ ব্যাপারে জানান, পরিবারে অর্থ যোগানকারী ব্যাক্তির অভাব থাকায় অনেক শিশুকে বেছে নিতে হয় এই ধরনের পদক্ষেপ। আবার ইচ্ছাকৃত ভাবে পড়ালেখা ছেড়ে দেওয় অনেকেই আসে কাজের জন্য। বাংলাদেশে শিশুশ্রম দন্ডনীয় অপরাধ তারপরও তাদের পরিবারের কথা ভেবে মানবিক কারনে তাদের কাজে নিতে হয়।

আরো একজন শিশু শ্রমিক রাশেদ(১৩) জানান, আমার আব্বু আবুল কালাম আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও আমি ওয়েল্ডিয়ের কাজ করি কারণ আমি পড়াাশোনায় খুব একটা ভালো ছিলাম না। স্কুলের পড়া মাথায় ধরে রাখতে পারতাম না। তাই তৃতীয় শ্রেণি থেকে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে এই শুরু কাজ করি। প্রায় পাঁচ বছর এই কাজের সাথে জড়িত থাকায় আমি একজন দক্ষ কারিগর হয়েছি।

এ বিষয়ে মানব উন্নয়ন কেন্দ্র(মউক) এর নির্বাহী পরিচালক আসাদুজ্জামান সেলিম বলেন, বর্তমানে মেহেরপুরেও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। বর্তমানে শিশু শ্রমের হার ৭ শতাংশ। মানব উন্নয়ন কেন্দ্র(মউক) এর উদ্যোগে ইতিমধ্যে বেশ কিছু শিশুকে পুর্নবাসন করেছি। সেই সাথে যে সমস্ত শিশুরা এখনো শ্রমের সাথে জড়িত তাদেরও পুর্নবাসনের ব্যাপরে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহন করেছি।

মেহেরপুর শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা গোলাম সিদ্দিক বলেন, শিশু শ্রমের বিষয়ে করোনার আগে আমরা একবার মিটিং করেছিলাম। আমি শিশু শ্রম নিরসন কমিটির সদস্য হিসেবে আছি। এটা মূলত কুষ্টিয়া আঞ্চলিক অফিস থেকে দেখাশোনা করেন। তারপরও মেহেরপুরের বিষয়টি নিয়ে সামনের মিটিংএ আলোচনা করবো।

কুষ্টিয়া আঞ্চলিক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এর উপ মহাপরিচালক হসিবুজ্জামান বলেন, শিশু শ্রম নিরসন বা পুনর্বাসনের জন্য ইতিমধ্যে সরকার কাজ করছে। এক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প থাকে। আমাদের মেহেরপুরে শিশু শ্রমের একটি তালিকা

তৈরি করে তাদেরও সরকারিভাবে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবো।

কোটচাঁদপুরে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি” এই শ্লোগান নিয়ে অপরাধ দমন এবং পুলিশী সেবা বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর সভার ১,২,৩ নম্বর বিটের বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে কোটচাঁদপুর মডেল থানার আয়োজনে স্থানীয় পৌর শহরের আদর্শ পাড়ার সনি আবাসিক হোটেল চত্তরে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার মোঃ হাসানুজ্জামান পিপিএম। এসময় তিনি বলেন, পুলিশ জনগণের বন্ধু। জনগণের জান মালের নিরাপত্তায় পুলিশ সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশি সেবা জনসাধারণের বাড়ীতে বাড়ীতে পৌছে দিতে বিট পুলিশিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

কোটচাঁদপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মাহবুবুল আলমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কোটচাঁদপুর সার্কেল) মোহাইমিনুল ইসলাম, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা আ. লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী, মডেল থানার ওসি (তদন্ত) ইন্সপেক্টর ইমরান আলম,

পৌর ফাঁড়ি ইনচার্জ ইন্সপেক্টর আক্তারুজ্জামান লিটন, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন ফারুক, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাদিয়া আক্তার পিংকি, পৌর আ. লীগের আহ্বায়ক ফারজেল হোসেন মন্ডল, যুগ্ন-আহ্বায়ক শহীদুজ্জামান সেলিম, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সহ, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবাদিক ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ।

গাংনীতে নিজ উদ্যোগে রাস্তা মেরামতে স্কুল শিক্ষক

মেহেরপুরের গাংনীর রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি সড়কের ইট, পাথর ও পীচ উঠে যাওয়ায় যান চলাচলের অনুপযোগী। কোন কোন রাস্তার মাঝে খানাখন্দ। স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয় প্রতিনিয়ত। বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশংকা থাকলেও কর্তৃপক্ষের টনক নড়েনি। চেয়ারম্যান ও জনপ্রতিনিধিরা যখন উদাসীন ঠিক সেই মুহুর্তে নিজ উদ্যোগে সড়ক মেরামতের কাজ হাতে নিয়েছেন শিক্ষক হাফিজুর রহমান মোকলেছ। তিনি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রাইপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। নিজ ইউনিয়নের প্রধান সড়কসহ চারটি সড়কে প্রায় আড়াই কিলোমিটার সড়ক সংস্কার করে এলাকার মানুষের প্রশংসায় ভাসছেন তিনি।

স্থানীয়রা জানান, গাংনী-হাটবোয়ালিয়া সড়কের রাইপুর মাঠের মধ্যে হঠাত গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে। তাছাড়া রাইপুর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামের সড়কের দুপাশ ভেঙ্গে ও গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় জনসাধারণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বরদের জানানোর পরও কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি সংস্কারের। জনদুর্ভোগের কথা ভেবে তিনি নিজ উদ্যোগেই সংস্কার কাজে হাত দেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি জনসেবার যে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে প্রশংসা করেছেন এলঅকাবাসি।

রাইপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মঙ্গল জানান, স্থানীয় চেয়ারম্যান মেম্বরদেরকে রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে জানানো হলেও কেউ কোন উদ্যোগ নেন নি। শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি উদ্যোগে যে সংস্কার কাজে হাত দিয়েছেন তাতে সাধুবাদ জানাই। কৃষক আতিয়ার জানান, দীর্ঘদিন যাবত এলাকার জনগন দুর্ভোগে থাকলেও জনপ্রতিনিধিরা কোন উদ্যোগ নেয়নি রাস্তাটি সংস্কার করার। বিশেষ করে চাষিরা মাঠের ফসল ঘরে তুলতে পারে না। মকলেছ মাস্টার রাস্তা সংস্কার করায় সকলেই বেশ উপকার পাচ্ছেন এবং পাবেন। একই কথা জানালেন কৃষক আব্দুল মোতালেব।

হাফিজুর রহমান মোকলেছ জানান, বেশ কিছুদিন যাবত শিক্ষক শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসি রাস্তায় চলাচলে ও মাঠের ফসল ঘরে তুলতে কষ্ট পাচ্ছেন। জনপ্রতিনিধিরা কেউ এগিয়ে না আসায় এ উদ্যোগ নেয়া

হয়েছে। যা খরচ হবে তা নিজেই বহন করবেন।

গাংনী উপজেলা প্রকৌশলী গোলাপ আলী শেখ জানান, একজন শিক্ষক হয়ে উনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন সেটি নিঃসন্দেহে মহতি উদ্যোগ। সকলেরই এমন উদ্যোগ গ্রহন করা উচিৎ।

ঘরে টিকটিকির উপদ্রব বাড়লে যা করবেন

প্রায় সব বাড়িতেই টিকটিকির ‘অনুপ্রবেশ’ ঘটে। ঘরের আনাচে কানাচে, প্রায় সর্বত্র এদের অবাধ বিচরণ! আপাত দৃষ্টিতে এটিকে নিরীহ গোছের মনে হলেও টিকটিকি মারাত্মক বিষাক্ত।

বাড়িকে টিকটিকি-মুক্ত করতে অনেকেই একাধিক রাসায়নিক যুক্ত দামি স্প্রে ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়ি থেকে টিকটিকির উপদ্রব চিরতরে বন্ধ করা যায় না। তাহলে কী করে টিকটিকি-মুক্ত করবেন আপনার বাড়ি? আসুন জেনে নেওয়া যাক বাড়ি টিকটিকি-মুক্ত করার কয়েকটি উপায়…

১) জানালার কোনায় কোনায় বা ঘরের ভেন্টিলেটরে কয়েক কোয়া রসুন রেখে দিন। রসুনের গন্ধে টিকটিকি ধারে কাছেও ঘেঁষবে না।

২) গোলমরিচ বা শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ৩-৪ কাপ পানিতে ঘণ্টাখানেক ভিজিয়ে রাখুন। এর পর ওই গোলমরিচ বা শুকনো মরিচের গুঁড়া মেশানো পানি ঘরের কোনায় কোনায় স্প্রে করে দিন। টিকটিকি ওই এলাকা ছেড়ে পালাবে!

৩) ঘরের যেখানে টিকটিকির উপদ্রব বেশি, সেখানে ন্যাপথালিনের বল বা ন্যাপথালিন গুঁড়ো করে ছড়িয়ে দিন। ন্যাপথালিনের গন্ধে টিকটিকি পালাবে।

৪) ঘরের যে সমস্ত জায়গায় টিকটিকির উপদ্রব বেশি, সেখানে ডিমের খোসা রেখে দিন। ওই সমস্ত জায়গায় আর টিকটিকির দেখা মিলবে না।

৫) ঘরের যে সমস্ত জায়গায় টিকটিকির উপদ্রব বেশি, সেখানে ময়ূরের পালক রেখে দিলে টিকটিকি ধারে কাছেও ঘেঁষবে না।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

স্পিডবোটে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা, তাড়া খেয়ে ফিরল ৪০ চীনা সেনা

পূর্ব লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় চরম উত্তেজনার মধ্যে আরও একবার ভারতীয় সীমান্ত লঙ্ঘনের চেষ্টা করল চীনের পিপল’স লিবারেশ আর্মি, পিএলএ। গত মঙ্গলবার, ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢোকার চেষ্টা করে, আবারও ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছে চীনা সেনা। সূত্রের খবর, প্যাংগং লেকের পশ্চিম তীর দিয়ে মঙ্গলবার একাধিক স্পিডবোট চেপে চীনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু, তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। লেকে ভারতীয় বাহিনীর সজাগ পাহারায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। এর আগে গত সোমবার চীনা সেনার ২৫-৩০ জনের একটি দল চুশূলের মুখেরপরি পাহাড় দখলের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, সেদিনও পারেনি। ভারতীয় বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে পড়ে ফিরে যায়।

সূত্রের খবর, মঙ্গলবার পূর্ব লাদাখের ফিংগার-চার অতিক্রম করে চীনাসেনার একটি দল ভারতীয় ভূখণ্ডের আরও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করে। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা। দুটি স্পিডবোট ৪০ চীনা সেনা ফিংগার তিনেকর দিকে এগোতে থাকে। গত মে মাস থেকে ফিংগার-ফোর দখল করে রেখেছে চীন। সেখানে লালফৌজের শিবিরও তৈরি হয়েছে। ফিংগার-তিনে মোতায়েন থাকা ভারতীয় সেনার নজর উপেক্ষা করে এবার আর এগোতে পারেনি চীনা সেনার ৪০ জনের ওই দলটি। ভারত সতর্ক করলে, স্পিডবোট মুখ ঘুরিয়ে ফিংগার চারে ফিরে যায় চীনা সেনা।
২৯ ও ৩০ অগস্ট রেচিন লা ও রেজাং লা’র দখল নিতে সমর্থ হয় ভারতীয় সেনা। এই দুই অঞ্চল থেকে চীনের মল্ডো ক্যানটনমেন্টের উপর নজর

রাখতে পারবে ভারতীয় সেনা। কৌশলগত গুরুত্বের কথা ভেবে চীনা সেনা চেষ্টা করবে এই শিখর দু’টি পুনর্দখল করার।

ভারতীয় সেনা বাহিনীও চুপচাপ বসে নেই। চীনা সেনা যেসমস্ত এলাকা দিয়ে বড় ধরনের হামলা চালাতে পারে, সেখানে ভারতও ট্যাংক ও সাঁজোয়া যান তৈরি রেখেছে। যে কোনও ধরনের চীনা আগ্রাসনের জবাব দিতে ভারত তৈরি। চীনের পক্ষ থেকে সামান্যতম উস্কানির চেষ্টা হলে, ভারতীয় সেনা ছেড়ে কথা বলবে না। চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে রাজনাথ সিং সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, গলওয়ানের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলে, এ বার আর ভারত ছেড়ে কথা বলবে না।

বুধবার থেকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করে উত্তেজনার আগুনে ঘি ঢালছে চীন। সরকারি সূত্রে খবর, প্যাংগং লেকের উত্তরে, ফিংগার অঞ্চলে নতুন করে নির্মাণকাজ শুরু করেছে চীন। এর মধ্যে সংঘাতে প্ররোচনা রয়েছে বলেই মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা। ভারতীয় সেনাও অবগত। পিপল’স লিবারেশন আর্মির কার্যকলাপের দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে প্রত্যাঘাত করতে পিছপা হবে না ভারতীয় সেনা। পরিস্থিতি যদি সেদিকে এগোয়, ভারতকে প্রত্যাঘাত করতেই হবে, জানাচ্ছে সরকারি ওই সূত্র।

সূত্র : এই সময়।

আলমডাঙ্গার বাড়িতে বাড়িতে জ্বর ও শ্বাসকষ্টের রোগী

নাসিমা বেগম ৫ দিন ধরে জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় পড়ে আছেন। জ্বরের সাথে ঠান্ডা-কাশি ও শ্বাসকষ্টও রয়েছে। বাড়িতে তার ছোট ছেলেও জ্বরে পড়েছে। কিন্ত তিনি কোন চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নিতে যাননি। মোবাইলে গ্রাম্য চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ঔষধ খাচ্ছেন। এখন কিছুটা ভাল বোধ করছেন।

নাসিমা বেগমের মত রহিদুল ইসলামও তিনদিন হচ্ছে জ্বরে পড়েছেন। তার প্রচন্ড ঠান্ডা ও কাশি রয়েছে। তিনিও চিকিৎসকের পরামর্শে বাড়িতে

থেকেই ঔষধ খাচ্ছেন। এখন তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন। কেবল গলার স্বরটা ভেঙে গেছে।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নাসিমা বেগম ও রহিদুল ইসলামের মত আলমডাঙ্গার প্রায় বাড়িতে বাড়িতে জ্বরে আক্রান্ত মানুষের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। এবং তাদের প্রায় সবাই বাড়িতে ঔষধ পথ্য খেয়েই সেরে উঠছেন। কেউ কেউ স্থানীয় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তবে বেশীরভাগই করোনা হতে পারে এই ভয় থেকে বাড়িতে শুয়ে শুয়ে চিকিৎসা নিচ্ছেন। তারা হাসপাতালমুখি হচ্ছেন না।

এই জ্বরকে কোন মতেই বৈশ্বিক মহামারি করোনার সাথে মেলাতে রাজি হচ্ছেন না চিকিৎসকরা। তারা বলছেন, এটা ভাইরাল জ্বর। সাধারনত কিছু ঔষধ সেবনের মাধ্যমেই এই জ্বর-কাশি ও শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। কাজেই এটাকে নিয়ে আতংকের কিছু নেই।

এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাদি জিয়া উদ্দিন আহমেদ বলেন, এই সময় প্রতি বছরই মানুষ ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হন। এটার সাথে করোনাকে মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। কিছু ঔষধ সেবনের মাধ্যমে এই জ্বর ও শ্বাসকষ্ট থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

জীবননগরে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সেমিনার

“নিরাপদ অভিবাসন চান,সঠিক তথ্য জেনে যান,প্রশিক্ষণ নেব,দক্ষ হব,নিয়ম মেনে বিদেশ যাব” এই প্রতিপাদ্যে মানসম্পন্ন অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জীবননগরে দক্ষ যুব ও যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থান ব্যবস্থার লক্ষ্যে প্রেসব্রিফিং ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টার সময় প্রবাসী কল্যাণ বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতায় এবং জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জীবননগর উপজেলা পরিষদের অডিটোরিয়ামে এ প্রেসব্রিফিং, সেমিনার ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।